সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় খুশি টাটারা

স্বপ্নের গাড়ি ২০০৮-এ

স্টাফ রিপোর্টার : সিঙ্গুরে রাজ্যের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় খুশি টাটারা। তাদের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতোই ২০০৮ সালের মধ্যে বাজারে এসে যাবে সিঙ্গুরের কারখানায় তৈরি লাখ টাকা দামের গাড়ি। শনিবার কলকাতায় টাটা মোটরসের এমডি রবিকান্ত জানিয়েছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধিগৃহীত জমি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। "যে ভাবে কাজ এগোচ্ছে, তাতে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় ৯৯৭ একর জমির মধ্যে ৯২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করার কাজ সমাপ্ত, যা রীতিমতো আশাপ্রদ। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওই অধিগৃহীত জমি আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে," বলেছেন রবিকান্ত।

হাওড়ায় শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ-দিন শহরে এসেছিলেন রবিকান্ত। শিবপুরে অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের তিনি জানান, সিঙ্গুরে প্রস্তাবিত কারখানার জন্য যন্ত্রাংশের অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ইউনিট চালুর বছর তিনেকের মধ্যেই দশ লক্ষ গাড়ি উৎপাদন হবে এখানে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হবে পরবর্তীকালে। বিকেলে কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে টাটা মোটরসের এমডি জানান, "সিঙ্গুরে যে জাতীয় গাড়ি তৈরি হবে, তা শুধু এ দেশে নয়, গোটা বিশ্বে প্রথম।" ইটস আ ড্রিম কার। দু-হাজার ডলার বা এক লাখ টাকায় গাড়ি পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। গোটা দেশকে আমূল পাল্টে দেবে এই 'লাখ টাকার গাড়ি'। বলেছেন রবিকান্ত।

শিবপুর বিই কলেজে শনিবার শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে টাটা মোটরস-এর এমডি রবিকান্ত। —অমিয় পাত্র

জমি নিলে কলকাতা অবরোধ

পার্থসারথি সিংহ • সিঙ্গুর

টানটান উত্তেজনার মধ্যে আজ, রবিবার সিঙ্গুর যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি নিজের হাতে আলুর বীজ বপন করবেন। শনিবারও তিনি রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, "সিঙ্গুরে জোর করে জমি নেওয়ার চেষ্টা হলে রক্তগঙ্গা বইবে। নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে আমরা আছি চাষিদের পাশে। আর কোনও কিছু ঘটলে তার জন্য দায়ী থাকবে সরকারই।" সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু

বুধবার সিঙ্গুরে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে বামফ্রন্ট। ওই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু ও ফ্রন্টের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা।

হলে কলকাতা অবরোধ করা হবে বলেও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে তৃণমূল। কংগ্রেস নেতা সুব্রত

আজ মমতা সিঙ্গুরে

সাংবাদিক সম্মেলন করে যখন ঘোষণা করছেন সিঙ্গুরে তাঁরা কারখানা গড়বেনই, সেই সময় সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে চাষিদের সাফ কথা, বিনাযুদ্ধে এক ছটাক জমিও দেব না। সিঙ্গুরের বিভিন্ন গ্রামে রীতিমতো তিরধনুক নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। পালা করে জাগছেন রাত। গ্রামে পুলিশের গাড়ি আসতে দেখলেই বেজে উঠছে শাঁখ। প্রথমেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন মহিলারা। প্রতিরোধ গড়ার প্রথম দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন গ্রামের মহিলারাই। রাত পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা করছে এসইউসিআই এবং নকশালরা। তৈরি হচ্ছে প্রশাসনও। ইতিমধ্যে বিশাল পুলিশ ঘিরে রয়েছে গোটা গ্রাম। ২৩টি অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে। সেরামিক কারখানার শিল্প নিগমের অফিসে বাইরে থেকে আনা

স্বপ্নের গাড়ি

একের পাতার পর

ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। যদিও নতুন প্রযুক্তি কী বা কী জাতীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে এই গাড়িতে, তা খুলে বলেননি তিনি। পশ্চিমবঙ্গকে কেন এই 'স্বপ্নের প্রকল্প'-এর জন্য বাছা হল, এ প্রশ্নের উত্তরে রবিকান্তের ব্যাখ্যা : প্রথমত, দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম—তিন অংশেই একাধিক অটোমোবাইল শিল্প আছে। একমাত্র পূর্ব ভারতই এ-ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে টাটা গোষ্ঠী, বিশেষত কর্ণধার রতন টাটার একটা 'সফট কর্নার' আছে। এ-জন্যই মুম্বই-এর বাইরে দ্বিতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারটি হচ্ছে এ রাজ্যেই। তাই প্রথমদিকে অন্য জায়গায় এই কারখানা করার কথা থাকলেও সিদ্ধান্ত পাল্টে পশ্চিমবঙ্গে কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। এবং আমরা এখানেই কারখানা করব। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন রবিকান্ত।

কারখানার জন্য সিঙ্গুরকে বাছাই করার কারণ হিসাবে তাঁর মন্তব্য, "এটা এক দৃষ্টান্তমূলক প্রকল্প। জানাজানি হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এই ধরনের গাড়ি প্রস্তুতের কারখানা গড়ার প্রস্তাব আসছে টাটা গোষ্ঠীর কাছে (যদিও কোন কোনও দেশ, তা জানাননি রবিকান্ত)। তাই এই প্রকল্পটা এমন জায়গায় করা উচিত, যা কলকাতার কাছে, যেখানে দেশি-বিদেশি উদ্যোগপতি-প্রযুক্তিবিদরা এসে দেখে যেতে পারেন।